ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১১২৮
আগরতলা, ১৫ আগস্ট, ২০১৯

আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে রাজ্যের বর্তমান সরকার দায়বদ্ধ

আমজনতার জন্য গত ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী যেসব বলিষ্ঠ সময়োপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন এবং যে সমস্ত প্রকল্প এখন রূপায়িত হচ্ছে এর ফলে মানুষ ২০২২ সালে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে রাজ্যের বর্তমান সরকারও দায়বদ্ধ। আজ সকালে আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে যে সমস্ত কাজ করে আসছে তার একটা চিত্র এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিকে পাথেয় করে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন শারদোৎসবের প্রাক্কালে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা-বিলোনীয়া ও সাব্রুমের মধ্যে ৩ জোড়া ডেমো লোক্যাল ট্রেন যাতায়াত করবে এবং ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১ জোড়া ট্রেন চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি এস আর-এর কনস্টেবল / রাইফেলসম্যান, হেড কনস্টেবল / হাবিলদার পদমর্যাদাভুক্ত জওয়ান ও কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে শীর্ষ স্থানাধিকারীদের চিফ মিনিস্টার্স মেরিটোরিয়াস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। রাজ্যস্তরে মাধ্যমিকের তিনজন এবং উচ্চমাধ্যিকের তিন জন অর্থাৎ মোট ছয়জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৯ হাজার টাকা এবং ৮ হাজার টাকা। প্রতিটি জেলাতেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুইজন করে স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছরের স্বাধীনতা দিবস আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার ৭২ বছর পর সত্যিকার অর্থেই দেশ অখন্ডতার পথে অগ্রসর। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রথমত জম্মু-কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫-'এ' বিলোপ ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিন তালাকের মতো কুপ্রথা সমাপ্ত করা। এই দুটি ঐতিহাসিক কাজের জন্য আমি ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজীকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৩৭০ ধারা বিলোপের ফলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটলো। দেশের একতা ও অখন্ডতা আরও মজবুত হলো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম, গরিব, কৃষক আর মহিলা বর্তমান রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথমবার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৬৫৪ মেট্রিকটন ধান খাদ্য দপ্তর সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে।

***২-এর পাতায়

এর ফলে কৃষকদের প্রতি কেজিতে প্রায় ৫ টাকা থেকে সাড়ে ৫ টাকার মতো লাভ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় এখন পর্যন্ত রাজ্যের ১,৮০,৬৪১ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৫১,০৩৪ জন কৃষকদের ২০০০ টাকা করে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের কৃষকদের বীমার আওতায় আনা হয়েছে। আগামী রবি মরশুমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ২১,০০০ হেক্টর জমিকে বীমার আওতায় আনা হবে। কৃষকদের সমস্যা নিরসনের জন্য ১৪টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং মোট ৩৬টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৯.৬২ লক্ষ মেট্রিকটন।

তাছাড়া, ১ লক্ষ হেক্টর এলাকায় উন্নত প্রজাতির শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এম জি এন রেগা প্রকল্পে ১২৯.৬৭ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ সালে পুরো ১ বছরে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিলো ১৭৫.৯৬ লক্ষ। তিনি জানান, ভারত সরকার রেগার মজুরি বাবদ ২৮৪.৮৬ কোটি টাকা এই বছর বরাদ্দ করেছে। সরকার রেগার মজুরি ১৭৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯২ টাকা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ)-র গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার হার মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মাত্র ২.৯০ শতাংশ ছিলো। এখন তা ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পটির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা ভারতে পঞ্চম হয়েছে এবং এই অর্থবছরে রাজ্যকে ১০,৫০০টি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবন-জীবিকা মিশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও হিমালয়ান রাজ্যগুলির শ্রেণীতে ত্রিপুরা ৭টি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ধলাই জেলা ও সিপাহীজলা জেলাকে গ্রাম স্বরাজ অভিযানে ৭টি প্রকল্পের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়নের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অভিযান 'সবকি যোজনা, সবকা বিকাশ' এই অভিযানে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ১৭ মাসে সব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নগর এলাকা ও পুরনিগমকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত ঘোষণা করেছে। এর আগে সাড়ে ৩ বছরে মাত্র ১৯টি গ্রাম উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত হয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের স্ব-শক্তিকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব হয়। তিনি জানান, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৮টি জেলায় মনিটরিং কমিটি ও স্পেশাল সেল গঠন করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার নির্ভয়া কেন্দ্র বর্তমানে কাজ করছে। খুব শীঘ্রই ১৮১ ডায়ালিং নম্বরে হেল্পলাইনের ব্যবস্থা শুরু হবে। যে কোনও মহিলা পুলিশ অথবা মহিলা কমিশন ছাড়াও এই নম্বরে নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। সরকারের প্রচেষ্টার ফলে অপরাধ দমনে কঠোর আইন প্রণয়নের ফলে রাজ্যে প্রায় ১০ শতাংশ মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের নেশামুক্ত অভিযান আজ জনআন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন। তিনি জানান, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এডিবি থেকে ১৯২৫ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এর দ্বারা ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আধুনিক পদ্ধতিতে বিকশিত করা হবে।

***৩-এর পাতায়

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় আরও পারদর্শী পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে একটি নতুন পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং সেপ্টেম্বর মাসে আরও একটি পাওয়ার ট্রান্সফরমার চালু করা হবে। তিনি জানান, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে ১.৩৯ লক্ষ বঞ্চিত ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য সরকার বিদ্যুৎ সংযোগের মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে গেছে। গ্রামীণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৩৮.৩৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, টি এস ই সি এল-এ খুব শীঘ্রই আটি টি আই পাশ যুবকদের নিয়ে বিপুল সংখ্যায় চাকরির সুযোগ আসছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে সুশাসন স্থাপন করার লক্ষ্যে সরকার এক বছরে ২৬৮টি উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়েছে।

তিনি জানান, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে সব বাড়িতে বিনামূল্যে স্বচ্ছ পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হবে। যোজনা শুরু হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত ৩০,০০০ ঘরে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলাকে আধুনিক ও বিশ্বমানের শহর বানানোর জন্য স্মার্ট সিটি যোজনার অন্তর্গত ২২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বাকি ৭টি জেলা সদরকে উন্নয়ন করে আধুনিক সুবিধাযুক্ত করার জন্য এডিবি থেকে ১৬০০ কোটি টাকার মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই ৭টি জেলা সদরে কাজ শুরু হবে।

ত্রিপুরাকে আই টি হাব বানানোর জন্য আগরতলার পুরোনো জেলের জায়গাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং টেন্ডারের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। সেখানে বড় মাত্রায় রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এম বি বি বিমানবন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিং-এর কাজ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে এবং ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে কার্যকরী হবে। পরিবেশ রক্ষা করার পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৫০টি ইলেকট্রিক বাস বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বাসগুলি রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান মৈত্রী সেতুর কাজও ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিজনেস হাবে পরিণত হবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির জন্য বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। ১৭১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকল্প রেলওয়ে ট্র্যাক ধর্মনগর-কৈলাসহর-পেঁচারথলের মধ্যে ৪১.৭৫ কিলোমিটার রেলমার্গের জন্য সমীক্ষার কাজ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ধর্মনগর-পেঁচারথল-খোয়াই-আগরতলা এবং বিলোনীয়ার মধ্যে রেল ট্র্যাকের জন্য সমীক্ষার কাজ ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৮৫৩.৮১ কিমি-এর ৬টি সড়ককে জাতীয় সড়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদের বিকাশ এবং বিস্তারের জন্য আগামী বছরগুলিতে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। এর ফলে রাজ্যে অর্থ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে এবং জিডিপি অনেক বৃদ্ধি হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ১৬৫০ কোটি টাকার মঞ্জুরিতে ৭টি জেলা সদরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই টি এস আরের ২টি ব্যাটেলিয়নের ২০১৪ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালের উন্নতিকরণের পর মোট চাকরি প্রত্যাশীর সংখ্যা ১,৫৬,০৩৮ জন। ১৭ মাসের শাসনকালে রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যকে নতুন দিশা দিয়েছে।

***৪-এর পাতায়

বেকারত্বের সমস্যাকে দূর করার জন্য সরকার কৌশল বিকাশের মাধ্যমে বিশেষ রোডম্যাপ তৈরি করেছে। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৩৭ হাজার যুবক-যুবতীদের কৌশল বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে বিশেষ করে রাবার উদ্যোগ, পর্যটন উদ্যোগ আর বাঁশ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার যুবকদের স্বনির্ভর বানানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা চাই রাজ্যের যুবকরাও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করুক।

ই এস আই হাসপাতালের কাজ আরও ৪টি স্থানে শুরু করা হবে যথাক্রমে ধর্মনগর, আমবাসা, বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুর। প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্পে ১৪,৬৮৬ জন অসংঘটিত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা এই প্রকল্পে মাসিক ৩,০০০ টাকা ভাতা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ছাত্রদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার জন্য রাজ্যে এন সি ই আর টি সিলেবাস চালু করা হয়েছে। নতুন দিশা প্রকল্পে ১৭ হাজার ও এন সি ই আর টি গাইডলাইন মেনে ৩,০০০ স্কুলের পঠন-পাঠনের সময়সীমা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের ২ লক্ষ ৭২ হাজার শিশুকে মিড-ডে-মিল প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে এবং ভোকেশনাল এডুকেশন চালু করা হয়েছে। ৭টি স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ১৯৭২টি স্কুলে উদ্দীপন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টাগুলির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫.০১% পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৮টি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নীত করা হয়েছে। রাজ্যে ২০টি বিদ্যালয়কে আই সি টি সি ইসকনের হাতে দেওয়া হয়েছে পরিচালনার জন্য। ৩টি নতুন ডায়েট স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটনকে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে বিদেশি পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। উদয়পুরে মাতাবাড়ির মন্দিরের উন্নয়নের জন্য প্রসাদ প্রকল্পে ৫২.৮২ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সার্কিটে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বদেশ দর্শন প্রকল্প-১-এর আওতায় ৯,৯৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে স্বদেশ দর্শন প্রকল্প-২-এর অধীনে ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বনপ্রেমী পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বাইসন পয়েন্ট, ভালচার পয়েন্ট এবং বড়মুড়াতে এলিফেন্ট পয়েন্ট তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে। ত্রিপুরার প্রধান পর্যটন কেন্দ্র ছবিমুড়া, নীরমহল, ঊনকোটি, পিলাক এবং ডম্বুরস্থিত নারিকেলকুঞ্জের সার্বিক উন্নয়নেও সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করে চলেছে। রাজ্যে প্রথমে ২টি একলব্য বিদ্যালয় চালু ছিলো এবং বর্তমানে আরও ২টি চালু হয়েছে। রাজ্যের জন্য আরও ১৮টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮টি বিদ্যালয়ের কাজ চলছে এবং এই প্রকল্পে ৪৩২ কোটি টাকা খরচ হবে। ২৫,৮৯৮ জন জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। ১০,৩৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পোস্টমেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ২২,৮৯৬ এবং প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ৪৬,৩৩৪ জনকে। জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং স্টাইপেন্ড ৫৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫ টাকা প্রতিদিন করা হয়েছে।

***৫-এর পাতায়

গত বছর ১৬২৭ জন জনজাতি যুবককে স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে জুমিয়া পরিবারদের সাহায্য করে রাবার ও বাঁশ চাষ, পশুপালন এবং ফল চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী 'রিসা'-কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মান্যতা প্রদানের প্রয়াস নিয়েছে সরকার। এতে রাজ্যের জনজাতিদের বয়নশিল্পের নকশা যেমন বিশ্ববাজারে সমাদৃত হবে তেমনি বয়নশিল্পে যুক্ত জনজাতি মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ১৩,২৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এই ছাত্র বৃত্তি প্রদানে মোট ২৫.৯৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ১৯,৮৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৭৯,৩৩,২০০ টাকা খরচ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রটি সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা যাতে বিনামূল্যে ঔষধ পেতে পারেন তার উপর দপ্তর গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী বছর সুপার স্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে আরও সাতটি সুপার স্পেশালিটি বিভাগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসে ১১০ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে এ বছর থেকে এম বি বি এস কোর্সে গত বছর আসন সংখ্যা ২৫টি বাড়ানো হয়েছে। অনুরূপভাবে এম ডি কোর্সেও ৩৮টি সিট বাড়ানো হয়েছে। ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সুবিধা সম্পন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যান্সার হাসপাতাল আগামী ৩১ আগস্ট রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে গত জুলাই মাস পর্যন্ত ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৬৫ জনকে হেলথ কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কার্ড হোল্ডার এই প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আসবেন।

আসাম রাইফেলস ময়দানে আজ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কুচকাওয়াজে ১৮টি প্ল্যাটুন অংশ নেয়। এর মধ্যে ১১টি সিকিউরিটি এবং ৭টি নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরির। উৎকর্ষতার বিচারে মার্চপাস্টে সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে বি এস এফ দ্বিতীয়, টি এস আরের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় আসাম রাইফেলস ও সি আর পি এফ। নন-সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, দ্বিতীয় হয়েছে এন সি সি সিনিয়র ডিভিশন বয়েজ এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে গার্লস গাইড ও এন এস এস প্ল্যাটুন। প্ল্যাটুন কমান্ডারদের পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

অনুষ্ঠানে ২০১৮ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ও কর্মচারী তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা, পারদর্শিতা ও বিশিষ্ট সেবার পরিচয় দিয়ে প্রেসিডেন্টস মেডেল ফর ডিসটিংগুইডস সার্ভিস, পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস এবং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী মেডেল ফর এক্সিলেন্স ইন পুলিশ ট্রেনিং পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের সম্মান জানানো হয়। তাদের পদকে ভূষিত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল ফর ডিসটিংগুইডস সার্ভিস সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ডি আই জি সাউদার্ন রেঞ্জ অরিন্দম নাথ। পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিসে সম্মানিত হয়েছেন ইন্সপেক্টর প্রদ্যোৎ চন্দ্র দত্ত, ইন্সপেক্টর বিজয় সেন, উইমেন ইন্সপেক্টর ইলা দেব, সাব-ইন্সপেক্টর পার্থ চক্রবর্তী, নায়েব সুবেদার দীপেন্দ্র দাস, নায়েব সুবেদার সজল ভৌমিক এবং হাবিলদার কৃষ্ণ চন্দ্র দাস, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর মেডেল ফর এক্সিলেন্স ইন পুলিশ ট্রেনিং ২০১৬-১৭ বছরের পদকে ভূষিত হয়েছে ইন্সপেক্টর চন্দ্রমোহন দেববর্মা এবং সুবেদার রঞ্জিত মন্ডল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যোগাসন প্রদর্শন করে।

*****